দৈনিক বাংলা 25

তারিখ 02 SEP 1995
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

খাগড়াছড়ি কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ খাগড়াছড়ি।– জেলা সদরের একমাত্র সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজে নানান সমস্যা বিরাজ করায় শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মনে দারুণ হতাশা দেখা দিয়েছে।

১৯৭৪ সালে স্থাপিত এই কলেজকে ১৯৮০ সালে সরকারীকরণ করা হলেও বিদ্যমান সমস্যার সমাধান হয়নি। সরকারীকরণের পর থেকে যে সকল পদ সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে হাতে গোনা কয়েকটি পদ ছাড়া বাকি পদ শূন্য রয়েছে। কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ ৪৯ জন শিক্ষকের মধ্যে বর্তমানে কর্মরত আছেন ২৮ জন শিক্ষক। ৯ জন সহযোগী অধ্যাপক এবং ২২ জন প্রভাষকের মধ্যে কর্মরত আছেন যথাক্রমে ৩ জন ও ৯ জন। দর্শন, ইংরেজী, সমাজ তত্ব, হিসাববিজ্ঞান ও গণিত বিভাগে শিক্ষক আছেন মাত্র একজন করে। ফলে একজন শিক্ষকের পক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণীর ক্লাস নিতে হিমশিম খেতে হয়। উল্লিখিত বিষয়ের নির্দিষ্ট শিক্ষকগণ অসুস্থ হলে কিংবা ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে ছুটি নিলে এসব বিভাগের ক্লাস নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কলেজে শিক্ষক সমস্যার পাশাপাশি আবাসিক সমস্যাও প্রবল। বহু শিক্ষক আবাসিক সুবিধা না থাকার কারণে বদলী হবার পরও যোগদান করেন না। উচ্চ পর্যায়ে তদবীর করে অন্যত্র বদলী হয়ে যান। পোস্টিং এর পর কর্মস্থলে ন্যূনপক্ষে ২ বছর চাকরির বিধান থাকলেও এখানে এই নিয়ম সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

এ ছাড়াও কলেজে ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণী কক্ষে ছাত্রছাত্রীদের বসার জন্যে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংকট এবং শ্রেণী কক্ষের পরিসর কম হওয়ায় পাঠদানও ব্যহত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ক্রীড়া সংস্কৃতির চর্চা নেই বললেই চলে।

কলেজের চারপাশে সীমানা প্রাচীর না থাকায় অবাধে বহিরাগতদের আনাগোনা এবং গরু-ছাগলের বিচরণ লক্ষ্যণীয়। উদ্যোগ ও পরিকল্পনার অভাবে কলেজের জন্যে এখনও একটি খেলার মাঠ তৈরী করা হয়নি।

কলেজের সুমুখভাগে রিকশা গ্যারেজ পার্কিং পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছে। ছাত্রছাত্রীদের কমনরুমে বিনোদনের ব্যবস্থা ও সুযোগ–সুবিধা সীমিত। খাবার পানির তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। লাইব্রেরীয়ান নেই। অডিটরিয়াম দরকার।

একজন বাস চালক নিয়োগ ও জ্বালানী খরচের সংস্থানের অভাবে শেষ পর্যন্ত অনুদানপ্রাপ্ত বাসটি অকেজো হয়ে গেছে। বিজ্ঞান বিভাগে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে বিএসসি কোর্স এখনও চালু হয়নি।

স্থানীয় শিক্ষানুরাগী জনগণ কলেজে বিদ্যমান সমস্যাগুলো নিরসনের দাবী জানিয়েছেন।